দৈনিক ইনকিলাব

10 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির পেছনে শক্তিশালী চক্র সক্রিয়

শিক্ষক-ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত

শাহজাহান ওস্ত

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির পেছনে শক্তিশালী সিন্ডিকেট কাজ করছে। এর সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বাইরের একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ স্পষ্ট হচ্ছে। গত সপ্তাহে অর্থনীতি বিভাগে ৬ জনসহ এ পর্যন্ত ১৯ জন ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবগুলো বিভাগের কাগজ উল্টানো শুরু করেছে। অন্যান্য বিভাগেও এ ধরনের ভুয়া শিক্ষার্থী থাকার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অনেকটা নিশ্চিত বলে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির পেছনে সংঘবদ্ধ চক্রটি কবে থেকে কাজ করছে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সময় নির্ধারণ করা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে এটি নতুন নয়। ১৯৯৮ সাল থেকে ভুয়া ভর্তির চক্রটি কাজ শুরু করে বলে সূত্রগুলো অনেকটা নিশ্চিত। গত বছর লোক প্রশাসন বিভাগে ভুয়া ভর্তি হওয়া ১১ শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ বিভাগে আরও ৪ ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। এ ভর্তির সঙ্গে কারা জড়িত চিহ্নিত করার জন্য তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে আহবায়ক করে শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি এখনো কাজ করছে বলে জানান প্রো-ভিসি। ভুয়া ভর্তির ব্যাপারটি যখন সবার অগোচরে চলে যাচ্ছিল প্রায়, তখনই অর্থনীতি বিভাগে আবারও ধরা পড়ে ৬ ভুয়া শিক্ষার্থী। গত মঙ্গলবার অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হওয়া দুই ভুয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরিদউদ্দিন আহমেদ। প্রথম বর্ষের ইনকোর্স ৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির পেছনে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষায় তিনি নামের তালিকার সঙ্গে দুই শিক্ষার্থীর নামের ভিন্নতা দেখতে পান। অর্থনীতি বিভাগ থেকে দুই শিক্ষার্থী মাইগ্রেশন করে অন্য বিভাগে চলে যাওয়ায় ঐ দুটি আসন খালি হয়ে যায়। এ সুযোগে উক্ত সংঘবদ্ধ চক্র রিফাত আরা ইসলাম এবং নাসির উদ্দিন নামের দুই শিক্ষার্থীকে উক্ত বিভাগের ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অর্থনীতি বিভাগের উচ্চমান সহকারী বিমল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মচারী আবুল হোসেন এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র ইমন এবং ঠিকাদার দিদার হোসেনও সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভর্তির জন্য দুই শিক্ষার্থীকে যথাক্রমে রিফাত আরাকে আড়াই লাখ টাকা এবং নাসিরকে দেড় লাখ টাকা দিতে হয়েছে। আটকের পর এ দুই শিক্ষার্থী ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। গ্রেফতার হওয়া এ দুই ভুয়া শিক্ষার্থী রিফাত আরা ও নাসির উদ্দিনকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে বলে জানা গেছে। ভুয়া ভর্তির সিন্ডিকেটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বাইরের একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তারা জানায়। এ চক্র বিভাগে ভর্তির সব কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই লাইব্রেরী কার্ড এবং হলের পরিচয়পত্র তৈরি করে দেয়। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান জানান, ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে আমি সব সময় সতর্ক ছিলাম। এ সতর্কতা থেকেই দুই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।

এ সূত্র ধরে গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে আরও চার ভুয়া শিক্ষার্থীর সন্ধান পাওয়া গেছে। নথিপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরিদউদ্দিন আহমেদ ভুয়া ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখার আমিনুল হক নামের এক কর্মচারীর জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে প্রশাসনিক ভবন থেকে ভুয়া শিক্ষার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর নিয়ে বিভাগের প্রেরণ করে। বৃহস্পতিবার ধরা পড়া চার ভুয়া শিক্ষার্থীরা হলো নাঈম হোসেন (ক্লাস রোল-২৭১), ফজলে রাব্বী (২৭২), শাহীন আক্তার (২৭৩) ও আশিকুর রহমান রোবহান (২৭৪)। এ চার শিক্ষার্থীকে বিভাগের পুনঃভর্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের কাউকে আটক করা যায়নি।

গত বছর লোকপ্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর আরো ৪ জনকে ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ বিষয়ে শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রধান প্রো-ভিসি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, ১১ জনই মেধাক্রমে না এসে ভুয়া ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোতেও এ ধরনের শিক্ষার্থী নেই তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ছিল সর্বজন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভুয়া চিহ্নিত হওয়ায় এ গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এ ঘটনায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। জানা গেছে, ভুয়া ভর্তির এ চক্রটি ১৯৯৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা বাইরের লোক দিয়ে ভর্তিচ্ছুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো। গ্রেফতার হওয়া ছাত্র নাসির উদ্দিন জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, নিজান নামের এক লোকের মাধ্যমে অর্থনীতি বিভাগের কর্মকর্তা বিমলের সঙ্গে তার চুক্তি হয়। নিজান তখন তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি ছিল।

ভুয়া ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব বিভাগে এবং তিন অফিসে সংরক্ষিত কাগজপত্র প্রশাসনিক ভবনে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে। সে অনুযায়ী বেশ কয়েকটি বিভাগে কাগজপত্র ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে। ভুয়া ভর্তি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির আহবায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, ভুয়া ভর্তির সিন্ডিকেট সম্পর্কে আমাদের এখনকার ধারণা অনেকটা স্বচ্ছ। বিষয়টি আমরা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। এখন ঢাকঢোল পিটিয়ে চক্রটিকে ভেঙে না দিয়ে সমূলে উৎপাটন করাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন, যেহেতু অনেক আগ থেকেই চক্রটি সক্রিয়, ধারণা করা হচ্ছে অনেক ভুয়া শিক্ষার্থী পাস করে চলেও যেতে পারে। এজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সময় নিয়ে আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি।